দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 24 OCT 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

ঢাবির ৭ শিক্ষকের পদত্যাগ

অবৈধভাবে বিদেশে অবস্থানকারী এসব শিক্ষকের কাছে ঢাবির পাওনা কয়েক লাখ টাকা

শাহ্জাহান শুভ

অননুমোদিতভাবে ছুটিতে থাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ শিক্ষক গা-বাঁচাতে অবশেষে পদত্যাগ করেছেন। যাদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা কয়েক লাখ টাকা। কর্তৃপক্ষ বলছেন, অভিযুক্ত শিক্ষকরা পদত্যাগ করেই পার পাবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা পরিশোধ করেই তারা অব্যাহতি পেতে পারেন। অবৈধভাবে বিদেশে অবস্থানকারী ২৬ শিক্ষককে বারবার নোটিশ দেয়ার পরও কাজে যোগদান না করায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রাক্কালে এ ৭ শিক্ষক পদত্যাগ করেছেন। চলতি মাসের প্রথমদিকে একজনকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। বাকি ২৫ জনের মধ্যে ৭ জন চলতি সপ্তাহে পদত্যাগ করেছেন। অন্য শিক্ষকদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে শিগগিরই স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গতকাল (মঙ্গলবার) ভিসির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

পদত্যাগকারী ৭ শিক্ষক হলেন- উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সালমা আহমেদ, যিনি ২০০৬ সালের ১৭ জুলাই থেকে অননুমোদিত ছুটিতে রয়েছেন, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের লেকচারার শেখ খায়রুল আলম, তিনি ২০০১ সালের ২৯ আগস্ট থেকে শিক্ষা ছুটিতে রয়েছেন, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের লেকচারার উজমা সাঈদ, যিনি ২০০৪ সালের ১ মে থেকে অননুমোদিত ছুটিতে রয়েছেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রোকসানা আহমেদ, যিনি ২০০৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী থেকে অননুমোদিত ছুটিতে রয়েছেন, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মীর মোশাররফ আলী, যিনি দীর্ঘদিন অননুমোদিত ছুটিতে রয়েছেন, ভূতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন ভুঁইয়া, যিনি ২০০৬ সালের অক্টোবর থেকে অননুমোদিত ছুটিতে রয়েছেন ও আইবিএর লেকচারার তাসফিন আশরাফ-উল-হক, যিনি গত বছরের ৯ আগস্ট থেকে অননুমোদিত ছুটিতে রয়েছেন। চাকরিতে যোগদানের জন্য কয়েকবার চিঠি দেয়া হলেও এসব শিক্ষক কাজে যোগ দেননি। চিঠির মাধ্যমে এ ৭ শিক্ষক পদত্যাগের কথা জানান বলে রেজিস্ট্রার অফিস সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে আরো ৬ শিক্ষককে আগামী স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় চাকরিচ্যুত হবেন। যাদের বারবার চিঠি দিয়েও কোন সাড়া পায়নি কর্তৃপক্ষ। তারা হলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মনির হোসেন মনি, যিনি ২০০২ সালের ১০ মে থেকে অননুমোদিত ছুটিতে রয়েছেন, রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. একরামুল নবী, যিনি চলতি বছরের ৯ জানুয়ারী থেকে অননুমোদিত ছুটিতে রয়েছেন, ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম মল্লিক, যিনি গত পাঁচ বছর অননুমোদিতভাবে বিদেশে অবস্থান করছেন, আইন বিভাগের লেকচারার শাকিলা ফাহমিদ রহমান, যিনি ২০০৫ সালের ২২ জুলাই থেকে অননুমোদিত ছুটিতে রয়েছেন, রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কাজী সায়মা সুলতানা, যিনি ২০০৫ সালের অক্টোবর থেকে অননুমোদিত ছুটিতে রয়েছেন, রসায়ন বিভাগের লেকচারার জসীম উদ্দিন, যিনি ২০০৫ সালের ৩০ জানুয়ারী থেকে অননুমোদিত ছুটিতে রয়েছেন।

অননুমোদিত ছুটিতে থাকা ১০ শিক্ষককে এক মাসের চূড়ান্ত সময় দিয়ে শোকজ করা হয়েছে। প্রশাসনিক ভবন সূত্র জানায়, এক মাসের মধ্যে তারা যোগাযোগ না করলে তাদেরও চাকরিচ্যুত করা হবে। এ শিক্ষকরা হলেন- সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের সহকারী অধ্যাপক রোকেয়া বেগম, যিনি ২০০৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী থেকে অননুমোদিত ছুটিতে রয়েছেন, ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আবু জার কবীর, যিনি ২০০৩ সালের ৪ আগস্ট থেকে অননুমোদিত ছুটিতে রয়েছেন, ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সাজ্জাদ হায়দার, যিনি ২০০২ সালের ১১ মার্চ থেকে অনুমোদিত ছুটিতে রয়েছেন, অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নাসিমা তানভীর চৌধুরী, যিনি ২০০৫ সালের ১ জানুয়ারী থেকে অননুমোদিত ছুটিতে রয়েছেন, একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের প্রফেসর আনিসুর রহমান, যিনি ২০০৬ সালের ২৮ জুন থেকে অননুমোদিত ছুটিতে রয়েছেন, আইবিএর লেকচারার অভিজিৎ বড়ুয়া, যিনি ২০০৬ সালের ১০ আগস্ট থেকে অননুমোদিত ছুটিতে রয়েছেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রফেসর আবুল কালাম, যিনি ২০০৬ সালের ৩০ অক্টোবর থেকে অননুমোদিত ছুটিতে রয়েছেন, একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের লেকচারার শাহেদ ইমাম, যিনি ২০০৬ সালের ২৮ এপ্রিল থেকে অননুমোদিত ছুটিতে রয়েছেন, অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ইকবাল আহমেদ সৈয়দ, ২০০৪ সাল থেকে অননুমোদিত ছুটিতে রয়েছেন, ফিন্যান্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ওমর ফারুক, যিনি ২০০৫ সাল থেকে অননুমোদিত ছুটিতে রয়েছেন।

বাকি দু'জনের মধ্যে একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ ইসতিয়াকের আবেদনের প্রেক্ষিতে কাজে যোগদানের জন্য এক মাসের সময় বাড়ানো হয়েছে, যিনি ২০০৬ সালের অক্টোবর থেকে অননুমোদিত ছুটিতে রয়েছেন, অপরদিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জাহিদ হাসান চৌধুরী এক মাসের সময় চেয়ে আবেদন করেছেন, যিনি চলতি বছরের ২০ মার্চ থেকে অননুমোদিত ছুটিতে রয়েছেন। একই অভিযোগে অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রিফফাত জামাল চৌধুরীকে গত রমজানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট চাকরিচ্যুত করে। যিনি ২০০২ সালের ১ অক্টোবর থেকে ২০০৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ৪ বছর ছুটি ছাড়াই বিদেশে ছিলেন।

সূত্র জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো প্রায় শতাধিক শিক্ষক অনুমতি ছাড়া বিদেশে অবস্থান করছেন। বারবার চিঠি দিয়েও তাদের কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। এসব শিক্ষক গবেষণার নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা নিয়ে আর ফিরে না। আবার অনেকে গবেষণা শেষে দেশে ফিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন না। এসব শিক্ষকের পদত্যাগ এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ বলেন, পদত্যাগ করেই এসব শিক্ষক পার পাবেন না। তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা পরিশোধ করতে হবে। এ ব্যাপারে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না।